প্রথম আলো
সোমবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২

সুষম সারে ফলন বেশি, চাষিদের মুখে হাসি

কালাই (জয়পুরহাট) **প্রতিনিধি**

আলুখেতে সুষম সার ব্যবহার করে দ্বিগুণের বেশি ফলন পেয়েছেন জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার চাষিরা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এ কাজে উদ্বুদ্ধ করছে। এতে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে। অন্যান্য ফসলেও এর প্রয়োগ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

কালাই উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম বলেন, 'সুষম সার কোনো আলাদা সার নয়, প্রচলিত সারেরই সঠিক প্রয়োগ মাত্রার নাম সুষম সার। মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে ফসলের ধরন অনুযায়ী জমিতে প্রয়োজনীয় সব সার সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করাই হলো সুষম সার প্রয়োগ করা।'

কালাই কৃষি বিভাগ ও কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এলাকার কৃষকেরা সনাতন নিয়মে (নিজেদের ইচ্ছামতো) জমিতে সার ব্যবহার করে আসছেন। কিন্তু এতে জমির যথাযথ চাহিদা পূরণ হতো না। এ অবস্থায় উর্বরতা শক্তি ঠিক রাখতে মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে জমিতে সঠিক মাত্রার (সুষম মাত্রা) সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। 'সুষম সারে বেশি ফলন' প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু মাঠে প্রদর্শনী খেত করা হয়। এ প্রদর্শনী খেত দেখতে ২১ ফেব্রুয়ারি কালাই আসে একটি প্রতিনিধিদল।

এ দলে ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক আবদুল কুদ্দুস, উপপরিচালক পীযূষ কান্তি সরকার, কৃষি অর্থনীতিবিদ শেখ বদিউল আলম, 'সুষম সারে বেশি ফলন প্রকল্পে'র ব্যবস্থাপক তৈমুর হোসেন এবং মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন মোল্লা। তাঁরা মাঠপর্যায়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় কৃষকেরা ব্যাপক আগ্রহ দেখান।

উপজেলার সড়াইল গ্রামের কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, 'এবার ১০ বিঘায় আলুর আবাদ করেছি। সাধারণ খেত থেকে প্রতি বিঘায় ফলন পেয়েছি ৬০-৭০ মণ। আর সুষম সার ব্যবহার করে আলুর ফলন পেয়েছি বিঘাপ্রতি ১৫০-১৬০ মণ।' কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জয়পুরহাটের উপপরিচালক দেলবর হোসেন বলেন, 'সুষম সারে আলু চাষে কৃষক ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। শুধু আলু নয়, ভবিষ্যতে অন্যান্য ফসলেও এর প্রয়োগের আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাঁরা।'